International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-IX, Issue-III, May 2023, Page No.09-17
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v9.i3.2023.09-17

'আলকাপ' লোকনাট্যের আলোকে সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের 'মায়ামৃদঙ্গ' উপন্যাস

প্রভাত দাস
অধ্যাপক, নূর মোহম্মদ স্মৃতি মহাবিদ্যালয়, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:
Alkap Theatre is a part of regional culture in Murshidabad district of West Bengal. It flourished in 19th century and diminished in the second half of 20th century in the 1960's. 'Mayamridanga' (1972) is documentary fiction by Syed Mustafa Siraj. In the novel, Siraj reminiscences the lost tradition of folk Theatre alkap. Jhaksu aka Dhananjoy Sarkar, a popular alkap artist features as the protagonist of the novel. It is evident that alkap tradition has been lost with the steady growth of other art forms. It could not survive amidst the increasing popularity of modern cinema, 'Jatra' and concerts. Rural proverty is also another reason behind its disappearance .Through his storytelling, the novelist brilliantly traces the roots of folk art and culture. Taking 'Mayamridanga' as the primary text of my research paper, I have tried to trace the genealogy and downfall of alkap drama. Discussing and analyzing the characterstics feature intricacies of plot construction, demands of the genre, I have attempted to trace the stylistic changes, evalution of alkap theatre and its gradual decay and the reasons behind it.

Key Word: 'Folktheatre', 'Alkap', 'Rarh bangla' 'Documentary Fiction', 'Mayamrridanga'

ভূমিকা: ঔপন্যাসিক সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ কোলকাতার নাগরিক জীবন যাপন করলেও এক মুহূর্তের জন্যও তিনি আপন সভ্যতা সংস্কৃতির শেকড়কে ভুলে যাননি। মুর্শিদাবাদের প্রান্তিকজনের অপাংক্তেয় জীবনচরিত লোকনাট্য,তাঁর মায়ামৃদঙ্গ উপন্যাসের প্রধান উপাদান হয়ে উঠেছে। সেই ফেলে আসা অতীত জীবনের স্মৃতিরোমন্থন করতে গিয়ে সাহিত্যে আলকাপ নাট্যের অবতারণা। 'মায়ামৃদঙ্গ' উপন্যাসে মাটির সঙ্গে সংপৃক্ত রক্ষাকারী সাধারণ মানুষের জীবনের কথা তুলে ধরেছেন যা ঔপন্যাসিকের বাস্তব অভিজ্ঞতা সঞ্জাত। সাধারণ শ্রমজীবী মেহনতি মানুষের সঙ্গে সম্পৃক্ত থেকে তাদের জীবনের স্বাদ নিতে চেয়েছেন,তাদের সঙ্গে সহবস্থান করেছেন। উপন্যাসে আলকাপনাটকের শিল্পীরা বাস্তব থেকে উঠে আসা চরিত্র তাই তারা উপন্যাসে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় সজীব প্রাণ। এই উপন্যাসের নায়ক আলকাপ নাটকের জনপ্রিয় লোকশিল্পী ঝাঁকসু। সিরাজের কথাসাহিত্য তাই চলমান মানুষের জীবনেতিহাস। আলকাপে কোথাও প্রেম, কোথাও যৌবনের উদ্দামতা, কোথাও প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের লড়াই,কোথাও উদাসী বাউলের গান, কোথাও বা লোককথা মিথোলজির রূপকল্প। 'নির্বাসিত বৃক্ষে ফুটে আছে' শীর্ষক আত্মকথায় সিরাজ বলেছেন –

"জন্মেছিলাম মুর্শিদাবাদ জেলার রাঢ় অঞ্চলের পাড়াগাঁয়ে। বাইরে চারপাশ এলাকাজুড়ে যে জনগোষ্ঠী,তাদের মধ্যে অনেক দুর্ধষ হিংস্র মানুষ ছিল,যাদের দুচোখে ছিল হত্যার নেশা ... কথায় কথায় রক্তপাত হতে দেখেছি। মুসলমান চাষী গোয়ালাদের মধ্যে প্রায়ই সংঘর্ষ হত। অবিকল যুদ্ধের ব্যূহ তৈরী করে সশস্ত্র সৈনিকদের মতো তারা যুদ্ধে লিপ্ত হত। ... এই দুর্ধষ আদিম জীবনকে আমি ভালবাসতাম। তা পেতে চাইতাম এবং তা পেতে গিয়েই প্রকৃতির কাছাকাছি গিয়ে পড়ি। বড় আদিম সেই জগৎ। প্রাণী ও উদ্ভিদ,পোকামাকড় ও মাটির ফাটল, উইঢিবি শ্যাওলা ছত্রাক,পাখির গু,সাপের খোলসে ভরা সেই আদিম স্যাঁতস্যাঁতে মাটির সঙ্গে মোটামুটি চেনাজানা হয়ে যায়। অন্য একটি বোধ নিয়ে ফিরে আসি। বলতে শুরু করি সে এক পৃথিবী আছে দুর্গম রহস্যময় -যেখানে রক্ত ও অশ্রুর কোনো মূল্য নেই। সেখানেই আছে খাঁটি স্বাধীনতা... শুধু আছে জীবন -মুক্ত উদ্দাম জীবন। এই জীবনকে আমি দেখেছি। ভালোবেসেছি। তাদের কথাই লিখতে চেয়েছি।"[১] আলকাপ দলের হাসি-কান্নার সুখ-দুঃখের পাশাপাশি রাঢ় বাংলার ভৌগোলিক পরিমন্ডল প্রাকৃতিক পরিবেশ আঞ্চলিক সংস্কৃতি সকলই মূর্ত হয়ে ওঠে এই উপন্যাসে।

লোকসংস্কৃতি লোকসাধারণের সৃষ্ট সংস্কৃতি। লোকসংস্কৃতি মুখে মুখেই সৃষ্টি হয় মুখে মুখেই প্রচারিত হয় একদেশ থেকে অন্যদেশে এক সমাজ থেকে অন্যসমাজে যুগ যুগ ধরে মুখে মুখে প্রবাহিত হয়। লোকায়ত জীবনের সমস্ত সাংস্কৃতিক সামাজিক রেণু দিয়েই লোকসংস্কৃতির বিকাশ। গ্রাম বাংলার নিরক্ষর,অশিক্ষিত স্বল্পশিক্ষিত কৃষি ও শ্রমজীবী মানুষের, মনোরঞ্জন ও মনোবিকাশের জন্যই সম্ভবত আলকাপের প্রচলন হয়েছিল। আলকাপের অনুষ্ঠানের প্রয়োজনে তাঁরা সকলকেই একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া, ওঠা-বসা, শোওয়া,কথাবার্তা, আলাপ-আলোচনা, হাসি-ঠাট্টা করতেন। অনুষ্ঠানের সময় হিন্দু দেবদেবীর বন্দনা গান,পৌরাণিক বিষয়ের অবতারনা যেমন হত সেই সঙ্গে ইসলামী গান,মুসলমানি কাপ ও হিন্দু মুসলমান শ্রোতারা শুনতো সমুৎসুকে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বার্তাবাহক ছিল আলকাপ নাটক; আজ আর সে নাটক নেই। সেই হারিয়ে যাওয়া লোকসংস্কৃতি আলকাপের মায়ায় বেদনাবিধুর ঔপন্যাসিক 'মায়ামৃদঙ্গ' উপন্যাসের ভূমিকায় বলেছেন- "মায়ামৃদঙ্গ যখন লিখেছিলাম,তখন আমি কোলকাতায় চলে এসেছি এবং সেই 'মায়াময়; লোকসংস্কৃতিজগত থেকে নির্বাসিত। তাই জানতাম আলকাপের গায়ে ধূসর মৃত্যুর ছায়া পড়েছে নয় আলকাপ নামক লোকনাট্যরীতি তখন প্রকৃতপক্ষে মৃত।"[২] মায়ামৃদঙ্গ উপন্যাস সিরাজের সেই ফেলে আসা অতীত জীবনের স্মৃতি রোমন্থন। উপন্যাসে তিনি যে সকল গান, সংলাপ ব্যবহার করেছেন সেগুলি আলকাপদলের প্রচলিত ছিল। আলকাপের শিল্পীরা বাস্তব সংসারের থেকে বাইরে এসে সম্পূর্ণ বিনোদনের জন্য এক অলৌকিক মায়ার জগত সৃষ্টি করেন। ধনঞ্জয় সরকারের ভাষায় -"সে এক বিরল মায়া"। সাহিত্যের জগত এক অলৌকিক মায়ার জগত ; মৃদঙ্গের বোলের তালে নাচিয়ে ছোকরা সেই অলৌকিক মায়ার জগত সৃষ্টি করে। সিরাজের ভাষায় -"বিগত ষাটের দশকের শুরুতেই নাচিয়ে ছোকরার বদলে মেয়েদের আলকাপে ঢোকানো হয়েছিল। কিন্তু মেয়েরা ওস্তাদ ঝাঁকসা কথিত 'বিরল মায়া' সৃষ্টিতে একেবারে ব্যর্থ হয়।"[৩] বর্তমান সময়ে আলকাপ নাটকের আঙ্গিকে বেশকিছু পরিবর্তন গানের মাধুর্যকে নষ্ট করে দিয়েছে উপন্যাসে সেকথাই তিনি বলতে চেয়েছেন।

নিবন্ধের উদ্দেশ্য: 'মায়ামৃদঙ্গ' উপন্যাসে সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ বিলুপ্তপ্রায় আলকাপ নাটকের প্রসঙ্গ তুলে ধরেছেন। সেইসঙ্গে আলকাপ নাটকের বিভিন্ন আঙ্গিকের পরিবর্তন ও নাট্যচর্চার অভাব ঔপন্যাসিক মেনে নিতে পারেননি। 'মায়ামৃদঙ্গ' উপন্যাস অবলম্বনে আলকাপ নাটকের উৎস অনুসন্ধান করেছি; নাটকের স্বরূপ

বৈশিষ্ঠ্য গঠনরীতি ও প্রকরণের বর্ণনা দিয়ে নাট্য আঙ্গিকের পরিবর্তন, নাটকের ক্রমাবনতির কারণ অনুসন্ধানের চেষ্টা করেছি।

গবেষণার পদ্ধতি: এই গবেষণাপত্রটি বর্ণনামূলক পদ্ধতিকে অনুসরণ করে তথ্যবিশ্লেষণের মাধ্যমে রচনা করা হল।

আলকাপ নাটক: বর্তমান প্রজন্মের অনেক শিক্ষিত নাগরিক জানে না আলকাপ কি? উনিশ শতকের প্রথমে দিকে আলকাপ নাটকের চর্চা হলেও বিশশতকের গোড়ার দিকে গৌড়ীয় অঞ্চলে উল্লেখযোগ্য বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। এককালে সমৃদ্ধতম লোকনাট্য বর্তমানে খুব কম চোখে পড়ে। উত্তরবঙ্গের জনপ্রিয় ও সমৃদ্ধ লোকনাটকগুলির মধ্যে অন্যতম মুর্শিদাবাদ জেলার প্রচলিত আলকাপ নাটক। গান অংশকে প্রাধান্য দিয়ে অনেকে একে আলকাপ গান ও বলেছেন। আলকাপ মুর্শিদাবাদ জেলায় প্রচলিত হলেও,মালদা, নদীয়া, বীরভূম, বর্ধমান, বাঁকুড়া, পাকুড়, বিহারের সাহেবগঞ্জ,বাংলাদেশের রাজশাহীতে স্বনামে কিংবা ভিন্ননামে প্রচলিত। লোককথা, সংলাপ, নৃত্য, গান বাদ্য সহযোগে স্থুল হাস্যরসাত্মক সমাজ শিক্ষামূলক লোকনাট্য আলকাপ। 'আল' ও 'কাপ' দুটি শব্দগুচ্ছের সমন্বয়ে আলকাপ শব্দটি গঠিত। 'আল' শব্দটি আহ্লাদের অপভ্রংশ,আহ্লাদ>আল্লাদ>আল। আরবি আল শব্দের অর্থ মস্তান,ফারসিতে আল শব্দের অর্থ লাল রঙ, বাংলা ভাষায় এর অর্থ হুল কাঁটা বেড়া দেওয়া। পার্শি ভাষায় আল শব্দের অর্থ আধুনিক। প্রাচীন বাংলা ভাষায় আল শব্দের অর্থ ছল বা ওজর। মানিকচন্দ্রের গানে আমরা পাই –"ঔষধ করিবার আলে জন জন পালায়"। কাপ শব্দটি কাচ শব্দ থেকে এসেছে যার অর্থ কৌতুককারী ছদ্মবেশী বা কপটচারী। নগেন্দ্রনাথ বসু 'বিশ্বকোষ' গ্রন্থে কাচ বা সঙ থেকে কাপ শব্দের উৎপত্তি বলেছেন। ছদ্মবেশ অর্থে কাচ শব্দের ব্যবহার বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্য ভাগবত 'এ পাওয়া যায়। মহাপ্রভু চৈতন্যদেব শ্রীরাধিকা সেজেছিলেন –

"সদাশিব বুদ্ধিমন্ত খনেরে ডাকিয়া,
বলিলেন প্রভু কাচ সজ্জা কর গিয়া।"[৪]

–এখানে ছদ্মবেশ ধারণ অর্থেই কাচ শব্দটি ব্যবহার হয়েছে। অন্যদিকে ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্যে কাপ শব্দটি পাওয়া যাচ্ছে যেখানে কপটচারী, ছদ্মবেশী কৌতুককারী অর্থে কাপ শব্দের ব্যবহার হয়েছে –

" কেহ বলে ঐ এল শিব বুড়ো কাপ
কেহ বলে বুড়াটি খেলাও দেখি সাপ।"[৫]

- অনেকে মনে করেন 'আলকাটা কাপ' থেকে আলকাপ শব্দের উৎপত্তি। আলকাটা কাপের অর্থ কীট পতঙ্গের বিষাক্ত হুলের মতো তীব্র যন্ত্রনাদায়ক ঠাট্টা বা মশকরা। আলকাপ সমাজ বা ব্যক্তি বিশেষকে আক্রমন করে গাওয়া এমন ঠাট্টা মশকরা যা তীক্ষ্ণভাবে ব্যক্তি বা সমাজকে আক্রমন করে। আলকাপের বিখ্যাত শিল্পী ঝাঁকসু বলেছিলেন – "আলকাপ হল রগড়, হাসি-তামাসা, মেয়েছেলেদের কিচ্ছা, আলকাপ হত মাঠে ঘাঠে (মাঠের প্রান্তে) গাঁ ঘরে হত না। যখন ব্রিটিনিয়া সরকার (ব্রিটিশ সরকার) আমাদের দেশে এলো তখন অনুচরদের বলত কি হচ্ছে,না ওটা আলকাপ হচ্ছে। গন্ডিরা হচ্ছে রাষ্ট্র লিয়ে আলকাপ হচ্ছে পরিবার লিয়ে।"[৬]

আলকাপ নাটকের কোন লিখিত পালা নেই একটি ঘটনা শুধু মনে থাকে স্থান-কাল-পাত্র আনুসারে কাহিনী পরিণতির দিকে এগিয়ে চলে। একটি পালা আসরে প্রতিবার নতুন রূপ পায়। আলকাপ দলে ছ-সাত জন কুশীলব থাকেন পরে অবশ্য পনেরো ষোলো জন লোকশিল্পী নিয়ে দল গঠিত হয়।

ওস্তাদ,কপ্যা/সঙ্গাল,ছোকরা, হারমোনিয়াম বাদক, তবলচি, জুরিবাদক, মৃদঙ্গবাদক (শ্রীখোল), পার্শ্ব অভিনেতা, ও দোহারের সমন্বয়ে আলকাপ দল গঠিত হত। গ্রামে বা গ্রামের প্রান্তে নির্জন স্থানে সামিয়ানা টাঙ্গিয়ে আদিরসাত্মক গানের আসর বসত, পরে অবশ্য লোকশিক্ষার বাহন হয় আলকাপ। মঞ্চের প্রয়োজন ছিল না মাঠের মাঝে বৃত্তাকারে বসে শিল্পীরা গান পরিবেশন করতেন,তাদের চারিদিকে বৃহত্তর বৃত্তে গ্রামের জনগন গান উপভোগ করতেন। আলকাপ দলে যিনি গানরচনা করেন জ্ঞানী উপস্থিতবুদ্ধি সম্পন্ন রচনাকার তিনিই ওস্তাদ বা মাস্টার। মুর্শিদাবাদের খ্যাতনামা ওস্তাদ হলেন ঝাঁকসু, মহাতাব আলি, কাসেম মিঞা,গোপাল দাস, সুধীর দাস প্রমুখ। ওস্তাদের সকল দায়িত্ব থাকলেও মুখ্য নাট্য ভূমিকায় অভিনয় করতেন কপ্যা বা কপে দলের সর্বাপেক্ষা কুশলী অভিনেতা কপ্যা সঙ সেজে কৌতুক করে। অঙ্গভঙ্গি সংলাপের পাশাপাশি স্বরচিত গান রচনা তাঁর প্রধান অস্ত্র। আলকাপের জনক বোনাকানা কাপ্যা ছিলেন ঝাঁকসুর দলে ফজর কাপ্যা। আলকাপদলে ছোকরা মেয়েলী বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন পুরুষ বা বালক। নারীবেশ ধারন নারীসসুলভ অঙ্গভঙ্গী,ঢঙ কান্না হেলেদুলে চলা নেচে নেচে কোমরে আঁচল জড়িয়ে ঝগড়া করা,সর্বোপরি নিজেকে নারীভাবা তাদের অন্যতম বৈশিষ্ঠ্য। দলের সর্বাপেক্ষা কনিষ্ঠ ছোকরারাই আলকাপের প্রাণস্বরূপ। আলকাপ নাট্যরীতি ও থার্ড থিয়েটার প্রবন্ধে সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ বলেছিলেন – "নাচিয়ে ছোকরার ব্যাপারে আদর্শ রীতি হলঃ নামুতে বারো উপরে বিশ।তাতে একটু উনিশ- বিশ।"

সিরাজের দৃষ্টিতে 'মায়ামৃদঙ্গ' উপন্যাসে আলকাপ নাটকের প্রয়োগ বৈচিত্র্য: মুর্শিদাবাদ জেলার খোশবাসপুরে ১৯৩০ সালে ঔপন্যাসিক সৈয়দ মুস্তফা সিরাজের জন্ম। ১৯৪৯ সালে কমিউনিস্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ করা হয়। তখন বামপন্থী লেখক শিল্পীদের আড্ডাস্থল বেকবাগান রোড। সেই আড্ডায় সলীল চৌধুরী, দেবব্রত বিশ্বাস,হেমন্ত মুখোপাধ্যায় অনেকের সঙ্গে মিশেছেন সিরাজ। তখন রাজনৈতিক পরিকল্পনা হয়- লোকসংস্কৃতির পথ ধরে এগোতে হবে। পার্টির সিদ্ধান্ত শিরোধার্য করে নেন সিরাজ। "১৯৭২ সালে সাহিত্যিক সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ 'মায়ামৃদঙ্গ' ঝাঁকসু নির্ভর উপন্যাস প্রথম লেখেন; তবে তার অর্থাৎ ১৯৭২ সালের পূর্বে ১৫/১৬ বছর আগে ১৯৫৬/৫৭ সালের দিকে তিনি অর্থাৎ সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ধনপতনগরের চাঁই ঝাঁকসুর ঘরে বহুদিন না হলেও বেশ কিছুদিন ধরে থেকেছেন। রাত্রিবাস করেছেন খেয়েছেন। এ গ্রামে সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের পদরেণু পড়েছে ...আলকাপ পাগল সিরাজ তখন তো ভবঘুরে আলকাপ গান পাগল মানুষ। ঝাক্কুর দলের বাঁশের আড় বাঁশি বাদক মাত্র।"[৭] মুর্শিদাবাদ ফিরে এসে আলকাপ দলে যোগ দেন ১৯৫০-১৯৫৬ সাল তিনি মুর্শিদাবাদ ও রাঢ় অঞ্চলের প্রত্যন্ত গ্রামে ঘুরে আলকাপ নাটক করেন। পঞ্চাশের দশকে তারাশঙ্করের যোগ্য উত্তরসূরী সিরাজের বাংলা কথাসাহিত্যে আবির্ভাব। তারাশঙ্কর বলতেন – "আমার পরেই সিরাজ, সিরাজই আমার পরে অধিষ্ঠান করবে।" ১৯৬৪ সালে সিরাজ কোলকাতায় পরিচয়, চতুষ্কোণ প্রভৃতি পত্রিকার সাহিত্যিকদের সান্নিধ্যে আসেন। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'বৈতালিক' উপন্যাসে আলকাপ গানের উপস্থাপনা ঔপন্যাসিকে 'মায়ামৃদঙ্গ' লিখতে অনুপ্রাণিত করে। বৈতালিক উপন্যাসে আলকাপ নাটক প্রতিবাদী সমাজসংস্কারকের ভূমিকায় এসেছে। উপন্যাসের নায়ক বংশী প্রামাণিক ওরফে অতুল মজুমদারের অনুরোধে যোগেন মহাজনী শোষণের বিরুদ্ধে গান বাঁধে। বংশীর কাছে তুমি কবি তুমি শিল্পী তুমি নতুন প্রভাতের বৈতালিক। জনগণের মধ্যে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ভাষা শিখিয়েছে আলকাপ। মায়ামৃদঙ্গ উপন্যাসে সেই অর্থে কোনো প্রতিবাদ নেই,আছে একরাশ হতাশা। এছাড়াও সিরাজের লেখা 'নীলঘরের নটী' (১৯৬৬), 'নিশিলতা' (১৯৬৭), উপন্যাসে লৌকিক সংস্কৃতির চর্চার কথা আছে।

সৈয়দ মুস্তফা সিরাজের 'মায়ামৃদঙ্গ' ঔপন্যাসিকের নাট্যজীবন অবলম্বনে আত্মজৈবনিক ডকুমেন্টারি উপন্যাস। ঔপন্যাসিক যখন 'মায়ামৃদঙ্গ' লিখছেন তখন তিনি মায়াময় জগত থেকে অনেক দূরে কোলকাতায় বাস করছেন। প্রথম যৌবনের ছয় সাত বৎসর তিনি আলকাপ দলের সঙ্গে গ্রামে-গঞ্জে পেট্রম্যাক্সের আলোতে এক মায়াময় অলৌকিক জগতে অতিবাহিত করেছেন। সেইসব স্মৃতি বিজড়িত দিনগুলি আজও হাতছানি দেয় লেখককে। 'মায়ামৃদঙ্গ 'উপন্যাসে যে সমস্ত গান,ছড়া চরিত্রের কথা আছে তা আলকাপ দলে প্রচলিত লেখকের বানানো নয়। আজ গ্রামীণ দারিদ্র্য, এবং সিনেমা শিল্পীদের অভিনীত যাত্রাপালার সঙ্গে পরাজিত আলকাপ গান। হাজার হাজার বছরের মানুষের ইতিহাসে এমন অনেক জন্ম মৃত্যু ঘটেছে রাষ্ট্র সমাজের তাতে কিছু এসে যায় না। তিনি গভীর দুঃখের সঙ্গে জানান আলকাপ নাট্যরীতিতে আজ ধূসর মৃত্যুর ছায়া পড়েছে। 'মায়ামৃদঙ্গ' উপন্যাসে রাঢ়বাংলার জীবন ভৌগোলিক পরিমণ্ডল প্রাকৃতিক পরিবেশ আঞ্চলিক সংস্কৃতি মূর্ত হয়ে ওঠে। মুর্শিদাবাদ,বীরভূম,মালদহ,সাঁওতাল পরগনা প্রভৃতি অঞ্চল ঘুরে বেড়িয়েছেন মানুষের মনের খোরাক যুগিয়েছেন। তারাশঙ্করের 'কবি' উপন্যাসের নিতাই কবিয়ালের জীবনচরিত এ প্রসঙ্গে স্মরনে আসে। দলের ছোকরার প্রেমে পড়েছেন,ঝাঁকড়া চুল নাড়া দিয়ে দোহারিরা লোকগাথার বিস্ফোড়ন ঘটায় হাজার গ্রামীণ মানুষের ভিড়ে সামিয়ানার নীচে ধ্বনিওঠে –

"জয় জয় মা বাকবাদিনী কী জয়
জয় জয় ওস্তাদ তানসেন কি জয়
জয় জয় ওস্তাদ সিরাজ কি জয়।"[৮]

আলকাপ দলের নায়ক সনাতন মাস্টারের সঙ্গে সিরাজ মাস্টারের জীবনের অনেক মিল খুজে পাই। সনাতন মাস্টার সিরাজের মত বাঁশি বাজাতেন। সনাতন মাস্টারের মধ্যে আমরা সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজকে প্রত্যক্ষ করি।

আকাশের শোভা চাঁদ আলকাপের শোভা ছোকরা। আলকাপ দলে মেয়েলী বৈশিষ্ট্য পুরুষরা নারীর ভূমিকায় অভিনয় করে। নারীবেশ ধারন নারীসুলভ অঙ্গভঙ্গি, ঢং কান্না হেলেদুলে চলা টেনে টেনে চলা কোমড়ে আঁচল জড়িয়ে ঝগড়া করা। সর্বোপরি নিজেকে নারী ভাবা তাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। দলের সবথেকে কনিষ্ঠ ছোকরারাই আলকাপের প্রাণস্বরূপ। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের ভাষায় – "যারা পুরুষ তবু পুরুষ নয় নারী- তবু নারী নয়। যদি বা পুরুষ সে পুরুষ স্মৃতির পুরুষ পরোক্ষ,যদি বা নারী সে নারী অধরা নারী প্রত্যক্ষ কিন্তু বিভ্রম। দেহে কণ্ঠে মনে একান্ত কিন্নর।"[৯] পুরুষ ছোকরার নারীরূপ ধারণ এক অপরূপ মায়া। এ মায়ায় অনেক পুরুষ তাদের প্রেমে পড়েছে। সিরাজের কথায় – "মেয়েদের হৃদয় ও মুখমন্ডল বিশিষ্ট তরুণ পুরুষের শরীরে কিংবদন্তির গ্রামপরীরা কীভাবে অনুপ্রবেশ করে দেখেছি। আলকাপ দলের নাচিয়ে ছোকরার প্রেমে পড়েছি। অচরিতার্থ বাসনায় জ্বলে মরেছি।" পুরুষ বেশে এরা একান্ত কিন্নর নাম তার শান্তি অশান্তির দূত গঙ্গার সাথে তার সখ্যতা। গঙ্গার নাম শুনেই একদিন গুনগুনিয়ে উঠেছিল সে – 'সই আমার গঙ্গা জল হে' এই গানটি মুর্শিদাবাদ ছাড়িয়ে বীরভূম, পূর্ণিয়া,সাওতাল পরগনায় ছরিয়ে গেছে।

মায়ামৃদঙ্গ উপন্যাসে মূল কাহিনির অন্যতম কেন্দ্রীয় তথা নায়ক চরিত্র আলকাপ সম্রাট প্রসিদ্ধ ধনঞ্জয় সরকার ওরফে ঝাঁকসু। তিনি আত্মপরিচয় দিতে গিয়ে বলেন, জন্ম যদিও অভাজন চাঁইকুলে মাতৃভাষা খোট্টাই বুলি, পেশা সব্জিচাষ বাস মা জাহ্নবীর কুলে। ঝাঁকসু আলকাপ গানকে ভালবেসে আলকাপের তত্ত্ব ও প্রয়োগে জীবন উৎসর্গ করেছেন। ঘর সংসারের মায়াকে তুচ্ছকরে, আলকাপ গানের অলৌকিক মায়ায়

হাজার হাজার দর্শকের মুগ্ধতায় আজীবন নিয়োজিত ছিলেন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আলকাপ গানে এসেছে পরিবর্তন কিন্তু সেই পরিবর্তনের সঙ্গে সবসময় নিজেকে মানিয়ে নিতে পারেননি। ঝাঁকসার চোখ ঝাপসা হয়ে আসে প্রবল প্রতাপ বাঘের মতো মানুষটি একসময় অসহায় হয়ে যায়। রহিমপুরের দল আসরের বায়না নেয় না তাদের অভিযোগ –"আলকাপ ছিল সে কালে একালে আমরা আলকাপকে করে তুলেছি লোকনাট্য।" ঝাঁকসুর শিষ্য শান্তি শান্তির গানই আসরকে আকর্ষনীয় করে তোলে বাসর জাগা গ্রামীণ গৃহবধূর মত লজ্জা ব্রীড়া মিলেমিশে আছে শান্তির জীবনে। সে যেন এক অধরা চিরকালের রক্ত মাংসে গড়া লাস্যময়ী নারী। শান্তিকে গান শিখিয়ে তিনি যেমন শ্রদ্ধা আকর্ষন করেছেন সেই সঙ্গে শিষ্যের মহত্বে আপন শিষ্যকে শ্রদ্ধা জানাতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করেননি। তাইতো শান্তির মেয়ে সাজতেও ঝাক্সুর বিন্দুমাত্র লজ্জা নেই। স্বল্পভাষ ঝাক্সু ভাবতন্ময় গানের জগত ছাড়া তাঁর কোনো জগত নেই। নিজের আনন্দেই সে ধোয়া গেয়ে চলে। কিন্তু ফজলের মতে, "ভুলোর পেছনে ছুটছ ওস্তাদ, পুরুষ কখনো নারী হয় না, নারী লোকের স্নেহ মায়া, মমতা, ভালোবাসা পুরুষের কাছে আশা করা যায় না, সে বড় মায়া সে বড় গুহ্য তত্ত্বকথা। আলকাপের ছোকরারা নারী সেজে বড়ো কঠিন মায়ায় পদ্মার দুপারকে বেঁধে রেখেছে। নিটোল ঘষা মাজা চিরযৌবনবতী গঙ্গা এখানে গঙ্গার মতোই প্রানোচ্ছল পাশে ছোট্ট শহর জঙ্গিপুর – গঙ্গার বুকে উজ্জ্বল স্তনের মত সাদা ঢিবি আর বুকের উপর নেমে আসা কালো চুলের মতো শান্ত স্তব্ধ জল ঘিরে হাল্কা গোলাপী ছটা।"[১০] নদী ও নারী রূপসৌন্দর্যে মিলেমিশে একাকার। ঝাকসা বিয়ে করেছে কিন্তু তাঁর মন ভরেনি সুফলের প্রতি তার মন পরে থাকে, গান গেয়ে রোজগার না হলেও আলকাপ নাট্যের অনুশীলনের পথেই তাঁকে আমৃত্যু হেঁটে যেতে হবে। পথ বদলালে ডাঙায় তোলা মাছের মত ধড়ফড় করে মরতে হবে। ওস্তাদ ঝাক্সু বন্যেশ্বরের মেলায় গাইছে –

"(আমি) মানুষ দেখতে এসেছিলাম ভবে
(আমার) এমন জন্ম আর কী হবে
সাঙ্গ হল দেখাশোনা চুকিয়ে দিব লেনাদেনা
(এত) দেখেও তো দেখা হলনা
তল পেলাম না ডুবে
(আমার) এমন জন্ম আর কী হবে।"[১১]

-এখানে তারাশঙ্করের 'কবি' উপন্যাসে নিতাই কবিয়াল আর ঝাঁকসুর জীবনদর্শন মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। নিতাই কবিয়াল বলেছিল – "ভালোবেসে মিটিল না সাধ, পুড়িল না এ জীবনে/ হায় জীবন এতো ছোট ক্যেনে।"

ভূবনপুরের মেলায় গোপাল ওস্তাদের পালা চলছে। গোপালের দল আসরে নোংরা রসিকতায় মেতেছে ঝাঁকসার খুব খারাপ লাগে এমন নিম্নরুচির পরিচয় দেওয়ার জন্য। শান্তি যদি ঝাকসার দলে না থাকে তবে ঝাকসার গান কেউ শুনবেনা চন্দ্রমোহনবাবু মিষ্টিমুখে এ কথা বুঝিয়েছেন ঝাকসাকে। মনিরুদ্দিন ওস্তাদের যোগ্যছাত্র ধনঞ্জয় সরকার ওস্তাদের কথায় আলকাপ দল ছাড়তে পারেননি এ এক নেশা, ওস্তাদ ঝাঁকসার কথায়– "দোহারকিরা দ্রুততালে ধুয়ো গাইছে, আর ঘুঙুরের আওয়াজ উঠছে ঝুমঝুম ঝুম ...সুনর্ণরা নাচছে। নেচে চলেছে অনন্তকাল ধরে। ... মনে হয় নামা হোল না গাড়ি থেকে ইহজীবনে। তেমনি মায়া গাড়ির বেগ নিয়ে বেঁচে আছি। ফুরোয় না – রেশ বহে চলে।"[১২] পেজ এ যেন গাড়ি থেকে নামার পরও ঝাকুনির আবেশ। এই মায়াময় জগত থেকে কোনোভাবেই মুক্তির উপায় নেই। আলকাপ গানের উদ্দেশ্য

সমাজশিক্ষা,কিন্তু সামাজিক কাপ আজ আর দর্শক পছন্দ করছেন না। আলকাপ গান ক্রমশ হয়ে উঠছে সাময়িক মনোরঞ্জনের বাহন। ওস্তাদ ঝাকসা যখন ধুয়া দেয় –

"বাংলার মা তুই কাঁদবি কতকাল
(তোর) সোনার অঙ্গ করল ভঙ্গ রক্তধারায় লালে লাল।"[১৩]

শুনে আসরে শ্রোতারা অবাক বিস্ময়ে বলে ওঠে এসব কী বলছ ওস্তাদ রঙের আসর রঙ দাও। ঝাক্সুর মন সায় না দিলেও সে গেয়ে ওঠে –

"দুই সতীনে চুলোচুলি
এর গালে চুন (ওর) গালে কালি
চুলো নিয়ে বিবাদ খালি
ঘরের চালেই ধরায় জাল
বাংলার মা তুই কাদবি কতকাল।"[১৪]

- গানের তত্ত্বকথা বাদদিয়ে লোকরঞ্জনের জন্যই গাইতে বাধ্য হল। লোকশিক্ষার বাহন যেখানে দর্শক সাধারণ আয়নার সামনে আপন আপন চারিত্রিক ত্রুটি সংশোধনে সচেষ্ট হয়,ব্যক্তির সংশোধনে সমাজ সংশোধিত হয়।

আলকাপগানের গানের লোকশিল্পীরাঃ মুর্শিদাবাদে শতাধিক বছর থেকে প্রচলিত আলকাপ গান নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে অসংখ্য ওস্তাদ আলকাপকে উন্নত ও জনপ্রিয় করে তোলার জন্য নানা ভাবে প্রয়াস চালিয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে ধনপত নগর জঙ্গিপুরের ধনঞ্জয় সরকার ওরফে ঝাঁকসা,রাজনগর জঙ্গিপুরের সুবল সরকার ওরফে সুবল কানা, খোসবাসপুরের সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ওরফে ওস্তাদ সিরাজ মাস্টার,কৃষ্ণপুর সাগরদিঘির মহ নইমুদ্দিন মন্ডল ওরফে ওস্তাদ নইমুদ্দিন,সুপারিগোলা রানীনগরের কালান্দর খাঁ ওরফে ওস্তাদ বিদু খাঁ, নশিপুর হরিহরপাড়ার ওয়াসেফ আলী,কলাডাঙ্গা ইসলামপুরের ফটিক মৈত্র, প্রদীপডাঙ্গা হরিহরপাড়া সামসের সেখ,গোঘাটা নওদার সারাফত সেখ ওরফে ওস্তাদ সারু, এলাহিগঞ্জ লালবাগের ইয়াকুব সেখ, ফিরোজপুর ডোমকলের আফাজুদ্দিন সেখ, শিঙা লালবাগের পাতু মন্ডল ওরফে ওস্তাদ পাতু, বেজপাড়া বহরমপুরের মতলেব সেখ,উস্তিয়া বহরমপুরের নিয়ামত সেখ, ঘাসিপুর দৌলতাবাদের আমির সেখ, কুমনগর হরিহর পাড়ার আব্দুল মজিদ, সাগরদিঘির সুধীর দাস, মালিপাড়া রানীনগরের খোদাবক্স সেখ,ডোমকলের কালীপদ দাস, লালবাগের বনমালী দাস, হরিহরপাড়ার আবুল কাশেম মন্ডল প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আলকাপগানের সর্বাধিক জনপ্রিয় ও আদি ওস্তাদ ধনঞ্জয় মন্ডল ওরফে ঝাঁকসা দীর্ঘ পাঁচ দশকের বেশী সময় আলকাপ গানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কথাকার সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের ভাষায় – "আলকাপকে নোংরা ধুলো-বালি থেকে কুড়িয়ে মানুষ করেছিলেন ওস্তাদ ঝাঁকসা।" সেই ঝাঁকসাই আবার আলকাপ গানের আঙ্গিককে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত ঘটিয়ে যাত্রাদলের অনুসরনে যাত্রাধর্মী পঞ্চরসের সৃষ্টি করেছিলেন। আলকাপের আঙ্গিকের সম্পূর্ণ পরিবর্তিত রুপের জন্ম হয়েছে। রাঢ়বঙ্গের বাঙ্গালীরা আলকাপ সম্পর্কে বিরূপ তারা আলকাপকে বলে ছ্যাচড় বা ছ্যাচড়া। ঝাঁকসার ইচ্ছে রাঢ়ে আলকাপের কদর বাড়ুক তাই সে ভালো সামাজিক কাপ দিতে প্রয়াস পেয়েছেন। [১৫]

কেন্দ্রীয় সরকার আলকাপ গানের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থা করেন,কিন্তু একশ্রেণির লোক পঞ্চরসকে আলকাপ বলে চালিয়ে দেবার অপচেষ্টা করেন। ফলস্বরুপ ১৯৬০-৬১ তে লোকসংস্কৃতি

জগত থেকে আলকাপ গান উঠে যায়। আলকাপ গানে বর্তমান প্রজন্মের যুব সমাজ অংশগ্রহন করছে না। মায়ামৃদঙ্গের সুধীর, সুবর্ণ, (সুধীর দাস) বছর তিনেক আগে বীরভূমে তার গ্রামে মারা গেছেন, আলকাপওয়ালা একজনও বেঁচে নেই। আলকাপের শেষ নায়ক ঔপন্যাসিক বেঁচে আছেন শেষ স্মৃতিটুকু নিয়ে। আধুনিক যুগে বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে সিনেমার আগমন আলকাপ গানকে বিপন্ন করে দিয়েছে। আধুনিক মানুষ ক্রমশ লোকসংস্কৃতির অঙ্গন থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। গঙ্গা ভাঙ্গনে অনেকে চাষের জমি হারিয়েছে, তাই বিকল্প জীবিকার কথা ভেবে অন্যরাজ্যে কাজের সন্ধানে চলে যাচ্ছে। গঙ্গা ভাঙ্গনের সঙ্গে তাদের সামাজিক অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনেও ভাঙ্গন দেখা যাচ্ছে। ঝাঁকসুর সময়ে-ই আলকাপ গানে নৃত্যপটিয়সী নারীর আগমন। গ্রাম্য জুয়াড়ির চেষ্টায় যৌনতার পঞ্চরসে পরিনত হয়। সেখানে ছোটদের প্রবেশ নিষেধ ছিল, স্বভাবতই তারা এই গানের সঙ্গে পরিচিত হতে পারেননি। আলকাপ গানে ছোকরার জায়গায় মেয়েদের অংশগ্রহণ একশ্রেণীর সঙ্গীত পিপাসু মানুষের হৃদয়ে গভীর ক্ষত সৃষ্টি করেছে। তাই তারা আলকাপ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। কোলকাতা বিভিন্ন যাত্রাদল জেলাগুলিতে যাত্রা পরিবেশন করেছেন, সর্বোপরি যাত্রায় সিনেমা অভিনেতাদের অংশগ্রহণ আলকাপের অনেকাংশে ক্ষতি করে দিয়েছে।

আলকাপ গানের মত এমন আঞ্চলিক সংস্কৃতি গুলিকে বাঁচাতে এই জাতীয় ডকুমেন্টারি উপন্যাস গুলিকে পাঠ্যবিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। যা বর্তমান সময়ের ছাত্র –ছাত্রীদের মধ্যে আগ্রহ সঞ্চার করবে। মায়ামৃদঙ্গ উপন্যাসটি কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্যসূচীর অন্তর্গত। সরকারী উদ্যোগে বিভিন্ন জনসচেতনতার বিজ্ঞাপন যেমন- সাক্ষরতা অভিযান, পরিবার পরিকল্পনা, বাল্যবিবাহ, আলকাপ গানের মাধ্যমে প্রচার করা যেতে পারে। ঝাঁকসুও মনে প্রাণে চেয়েছিলেন আলকাপ লোকশিক্ষার বাহন হোক। গ্রামীণ সভা সমিতিতে গ্রামপঞ্চায়েতের মাধ্যমে জনসাধারণকে উৎসাহিত করতে হবে তারা যেন আলকাপ গানের ক্যাসেট না বাজিয়ে আসরের ব্যবস্থা করেন সেদিকে উদ্যোগ নিতে হবে। তাহলেই আলকাপ গানের শিল্পীরা তাঁদের শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে পারবেন। লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদান যা আমদের সংস্কৃতির শেকড় তার অনুসন্ধান ও সেগুলিকে টিকিয়ে রাখার দায়িত্ব আমাদের, ভাবি প্রজন্মের কাছে পৌছেদেবার প্রয়োজনে লোকসংস্কৃতির গবেষকদের উৎসাহিত করতে হবে। আধুনিক সময়ের সঙ্গে আমাদের জীবনচর্চায় এসেছে নানা বৈচিত্র্য, নানা পরিবর্তন। গ্রাম জীবনের প্রতি আমাদের অনীহা লোকজ সংস্কৃতির অঙ্গন থেকে আমাদের ক্রমশ অনেক দূরে ঠেলে দিচ্ছে। পশ্চিমের সংস্কৃতির অন্ধ অনুকরনের মাধ্যমে আমরা আমাদের সংস্কৃতি অঙ্গনকে করে তুলছি কলুষিত। আমরা রাজনৈতিক কিংবা ধর্মীয় কারণে পরস্পর আত্মকলহে মেতে উঠছি। আত্মপ্রিয় নাগরিক মন মাটির সঙ্গে সমস্ত সংযোগ ছিন্ন করে দিতে চাইছে। আজকে লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদানের চর্চার মাধ্যমে আমাদের সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতে পারি। আলকাপ নাটকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পরিচয় পাই, আলকাপের শিল্পীরা গায়ক অন্য কোনো জাত নেই তাদের। সহজ সরল গ্রাম জীবনে ধর্ম কিংবা রাজনীতি তাদের স্পর্শ করতে পারেনি, সহজ প্রাণের আবেগেই তাঁরা গান গেয়ে চলেছেন। এই গান তাদের পেটের খোরাক মেটাতে না পারলেও মনের খোরাক ঠিক-ই মিটিয়েছে। এই জাতীয় আঞ্চলিক লোকসংস্কৃতির চর্চাকে উত্তরোত্তর বাড়িয়ে আমরা পরস্পর বিদ্বেষহীন সুস্থ স্বাভাবিক সমাজ গড়ে তুলতে পারি। বাংলার লোকসংস্কৃতির অঙ্গনে উপন্যাসটির বৈচিত্র্যময় দীপ্তি আগামী প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করবে বলেই আমার বিশ্বাস।

তথ্যসূত্র:

১. শান্তি সিংহ,ব্যাতিক্রমী জীবনের কথাশিল্পী সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ,কালি কলম ৩০ মার্চ ২০১৭। পৃষ্ঠা-১

২. সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, মায়ামৃদ্ঙ্গ, দে'জ পাবলিশিং, কোলকাতা-৭৩,মার্চ ২০১৬,দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা।

৩. সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ,মায়ামৃদঙ্গ,দে'জ পাব্লিশিং, কোলকাতা- ৭৩, মার্চ ২০১৬, দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা।

৪. নন্দিনী বন্দ্যোপাধ্যায় দে, ঐতিহ্য ও লোকসংস্কৃতির সমন্বয়ে জেলা মুর্শিদাবাদ, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা- ০৯, কলকাতা বইমেলা ২০১৬, পৃষ্ঠা-৩৬৭

৫. তদেব পৃষ্ঠা -৩৬৭

৬. তদেব পৃষ্ঠা -৩৬৭

৭. নৃপেন্দ্র নাথ মন্ডল, চাঁই সমাজের রূপকার তুলসীচরণ মন্ডল, কল্যাণ কুমার দাস, জঙ্গিপুর বইমেলা ২০১৭, পৃষ্ঠা -১৭

৮.নন্দিনী বন্দ্যোপাধ্যায় দে, ঐতিহ্য ও লোকসংস্কৃতির সমন্বয়ে জেলা মুর্শিদাবাদ,বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ,কলকাতা -০৯ কলকাতা বইমেলা ২০১৬, পৃষ্টা-৩৭৬

৯. নৃপেন্দ্র নাথ মন্ডল,চাঁই সমাজের রূপকার তুলসীচরণ মন্ডল, কল্যাণ কুমার দাস,জঙ্গীপুর বইমেলা ২০১৭, পৃষ্ঠা - ১৬৩

১০. তদেব পৃষ্ঠা – ১৭

১১. সৈয়দ মুস্তফা সিরাজ,মায়ামৃদঙ্গ দে'জ পাবলিশিং,কলকাতা -৭৩, মার্চ ২০১৬,পৃষ্টা - ২৬

১২. তদেব পৃষ্ঠা-৭৬

১৩.তদেব পৃষ্ঠা -৩৪

১৪. তদেব পৃষ্ঠা -৩৪

১৫. সৈয়দ খালেদ নৌমান, মুর্শিদাবাদের বিলুপ্ত লোকনাট্য,মৌসুমী হালদার, মুর্শিদাবাদের লোকসংস্কৃতি, মহার্ণব প্রকাশনী, বহরমপুর মুর্শিদাবাদ, বইমেলা ২০১৯, পৃষ্ঠা -৫